ছাত্রলীগ নেতাদের টাকা দিয়েও বসা হলো না এইচএসসি পরীক্ষায়

মাগুরা প্রতিনিধি ১ এপ্রিল ২০১৯ ২২:১২ | আপডেট: ১ এপ্রিল ২০১৯ ২২:৩৯

নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করায় এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে পারছিল না মাগুরা আদর্শ কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী। এর মধ্যে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন ওই কলেজের ছাত্রলীগের দুই নেতা।

শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ না করে তারা ওই টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এ কারণে আজ সোমবার শুরু হওয়া এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আদর্শ কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে জেলা ছাত্রলীগ।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় মাগুরা আদর্শ কলেজের বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের মোট ৩৩৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। তবে টেস্ট পরীক্ষায় পাস না করায় আরও শতাধিক নিয়মিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসতে পারেনি।

অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ওই কলেজের ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে ফরম পূরণের টাকা দিয়েছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরীক্ষা দিতে না পারা মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থী রিয়াজ হোসেন বলেন, 'পরীক্ষার ফরম পূরণ করে দেওয়ার কথা বলে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হুদা অমি এবং সাধারণ সম্পাদক ইমন শেখ আমিন আমাদের দুই বন্ধুর কাছ থেকে ১৬ হাজার ৬০০ টাকাসহ যাবতীয় কাগজপত্র নিয়েছে। কিন্তু ফরম পূরণ না করে সব টাকায় নিজেদের পকেটে পুরেছে। গত দুইদিন ধরে তাদের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

একই ধরনের অভিযোগ মানবিক বিভাগের আরেক শিক্ষার্থী ইমন হোসেন শান্তরও। সে বলে, 'পরীক্ষার ফরম পূরণের কথা বলে কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি নাজমুল হুদা ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমিন হোসেন আমার কাছ থেকে দুই দফায় আট হাজার ৩০০ টাকা নিয়েছেন।'

এ বিষয়ে মাগুরা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন মুক্তা বলেন, 'মাগুরা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ৫৭ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণের টাকা কৌশলে হাতিয়ে নেন ওই কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হুদা অমি ও সাধারণ সম্পাদক ইমন শেখ আমিন। সংগৃহীত টাকা কলেজে জমা না দিয়ে ওই দুই ছাত্রলীগ নেতা সেটি আত্মসাত করেন। এমনকি তাদের পরীক্ষার ফরম পর্যন্ত কলেজে জমা দেননি। ফলে গত ৩০ মার্চ অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের মতো ওই ৫৭ জন পরীক্ষার্থী কলেজে প্রবেশপত্র নিতে এসে ব্যর্থ হন। তারা বিষয়টি তাৎক্ষনিকভাবে কলেজের অধ্যক্ষ ও মাগুরা জেলা ছাত্রলীগকে জানায়। এ সময় প্রাথমিক তদন্তে আদর্শ কলেজ ছাত্রলীগের ওই নেতাদের বিরুদ্ধে ফরম পূরণের অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ মেলে। যে কারণে জেলা ছাত্রলীগ ওই কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে।'

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে মাগুরা আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ সূর্যকান্ত বিশ্বাস বলেন, 'ছাত্রলীগের ওই দুই নেতা যে ৫৭ জন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ফরম পূরণের জন্য মাথাপিছু চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করেছে। তাদের মধ্যে মাত্র সাত জন নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিল। তারা ৩০ মার্চ তারিখে কলেজে এসে ঘটনা জানানোর পর স্থানীয় এমপি সাইফুজ্জামান শিখরের সহযোগিতায় দ্রুত যশোর বোর্ডে যোগাযোগ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যরা অকৃতকার্য হওয়ায় তাদেরকে পরীক্ষা দেওয়ানো যায়নি।'

তবে কৃতকার্যদের পাশাপাশি অকৃতকার্যদের কাছ থেকে এ ধরনের অবৈধ অর্থ গ্রহণ বড় ধরনের একটি অপরাধ। এ বিষয়ে আমরা আইনি ব্যবস্থা নেবো। পাশাপাশি তাদের সমুদয় অর্থ অভিযুক্তদের কাছ থেকে আদায় করে ফেরতের ব্যবস্থা নেব। এ ছাড়া এই ঘটনার সাথে কলেজে কর্মরত কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঘটনা জানাজানির পর থেকেই আদর্শ ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের অভিযুক্ত সভাপতি সম্পাদক গা ঢাকা দিয়েছেন। এমনকি আজ সোমবার তাদের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

শেয়ার ফেসবুক